দৈনিক সংবাদ

105

তারিখ 05 JUN 19..

পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

প্রসঙ্গ: ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজের পরীক্ষা

১৯৮৮ সালের ডিগ্রী পরীক্ষায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নকলের অভিযোগ পত্রিকায় আসে। কিন্তু ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের খবর পত্রিকায় আসেনি। কলেজ কর্তৃপক্ষের কি উচিত ছিলো না দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা। এ প্রশ্ন সকলের। কিছু সংখ্যক উগ্র ছাত্রের জন্য ২,২৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রী কলংকের বোঝা মাথায় নিয়ে অনিশ্চয়তার প্রহর গুনছে। কিন্তু কেন? এদের জন্য নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীরা কেন সাজা পাবে? প্রথম দিন কমার্সের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ার অভিযোগে পরীক্ষা বর্জন; এটা মেনে নেয়নি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। পরিস্থিতির শিকার হয়ে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী কেঁদে ছিলো। "স্যার আমাদের কি হবে।" এই ছিল তাদের প্রশ্ন। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন তাঁরা কি ইচ্ছে করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারতেন না?

বারবার শুধু একই কথা বলে সত্যকে চাপা দিতে চাচ্ছেন যে, তাদের সিকিউরিটি নেই, কথাটি কি সত্যি? অতীতে এই কলেজে এধরনের ঘটনা ক'টা হয়েছে? তাঁরা এত দুর্বল কেন। ঘটনার জন্য তাঁরা কি দায়ী নন? তাঁরা কেন এত সংখ্যক প্রাইভেট পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার সুযোগ দিলেন? কেন, রাজশাহী, যশোর, বরিশাল, কুমিল্লার মতো দূরবর্তী স্থান থেকে এখানে পরীক্ষা দিতে আসছিলো, দ্বিতীয় দিন অত্যন্ত চমৎকারভাবে পরীক্ষা শেষ হয়। চিটাগাং থেকে আসা পরিদর্শক মহোদয়গণও সন্তুষ্ট, কিন্তু এরপর কেন অঘটন ঘটলো, কেন তারা একটি রুমে কিছুসংখ্যক ছাত্রকে সুযোগ দিতে গিয়ে অন্য পরিস্থিতির সূচনা করেন? কতজন পিতার পক্ষে সম্ভব হবে আবার পরীক্ষার খরচ বহন করতে।

চট্টগ্রাম ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, উক্ত ঘটনার জন্য দায়ী ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সেই সাথে কমার্সের স্থগিত পরীক্ষাটি নেবার ব্যবস্থা করুন এবং ফল প্রকাশ করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের এবং অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করুন।

হাফিজুর রহমান হিরো,
পৈরতলা দক্ষিণ,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বেসরকারী শিক্ষকদের সমস্যা

সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৭০ভাগ প্রদান করে থাকেন। সাথে বাড়ী ভাড়া ১০০ টাকা, চিকিৎসাভাতা ১০০ টাকা ও একটি ইনক্রিমেন্টের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। সরকার ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বেসরকারী শিক্ষকগণ শতকরা ১০ ভাগ মহার্ঘভাতা পাবেন। মহার্ঘভাতা অনেক পরে আমরা পেলাম যখন সরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা শতকরা ২০ ভাগ হলো। তাছাড়া বেসরকারী শিক্ষকগণ সরকারের নিকট থেকে কোন উৎসবভাতা পাননা।

তাই বেসরকারী শিক্ষকদের পক্ষ হতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আগামী ১লা জুলাই থেকে বেসরকারী শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা শতকরা ২০ ভাগ করা হোক ও একটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হোক। তাছাড়া আগামী ঈদুল আজহা থেকে উৎসব ভাতার প্রচলন করা হোক ও ১০ টাকা বাড়ী ভাড়ার পরিবর্তে সরকারী শিক্ষকদের মতই বাড়ী ভাড়ার প্রচলন করা হোক।

অধ্যাপক মো: ওমর ফারুক-ই আজম, ১১৩, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ময়মনসিংহ।

বেসরকারী মাদ্রাসার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রসঙ্গে

এদেশে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য জনগণের টাকায় বেসরকারীভাবে হাজার হাজার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের জন্য জনগণের সাহায্য সামগ্রী সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ব্যবহার করা হয় কিনা তাহা সরকারীভাবে আইনের মাধ্যমে যাচাইয়ের সুযোগ না থাকায় অনেক মাদ্রাসাই ব্যক্তি বিশেষের আয়ের উৎসে পরিণত হইয়াছে। মাদ্রাসার নামে আদায়কৃত সাহায্য সামগ্রী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লুটপাট হইতেছে। কোন সচেতন নাগরিক যদি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে জনগণের প্রদত্ত সাহায্য সামগ্রীর সুষ্ঠু হিসাব নিকাশ প্রকাশের দাবী করে তাহা হইলে মাদ্রার সম্পাদক হাফেজ সাহেব বা মওলানা সাহেবের ইজ্জত রক্ষার দোহাই দিয়া এলাকায় ভুল বোঝাবুঝি, দলাদলির সৃষ্টি করা হয়। ধর্ম ভীরু ধর্ম প্রাণ মুসলিমগণকে বোঝানো হয় হিসাবের চেয়ে হুজুরের ইজ্জত বড়। হুজুরের ইজ্জতের সাথে ধর্মের ইজ্জত জড়িত। দেশে বেসরকারী ভাবে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার নামে জনগণের নিকট হইতে লক্ষলক্ষ টাকা চাঁদা আদায় করিয়া লুটপাট হইতেছে। সরকার যদি নিরপেক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলির আয় ব্যয়ের হিসাব সরকারী ভাবে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে এর সত্যতা প্রমাণ হইবে। জনগণের প্রদত্ত সাহায্য সামগ্রী সুষ্ঠু ভাবে ব্যবহার হইয়াছে কিনা তাহা কি তদন্ত করিয়া দেখা সরকারের দায়িত্ব নয়? কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ার চর উপজেলাধীন বাজরা-তারাকান্দি ইসলামিয়া মাবজানুল মাদ্রাসার কথা এসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অভিযোগ আছে মাদ্রাসার অনেক অনিয়মকে অন্যায় ভাবে সিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমি দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, শিক্ষামন্ত্রী ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাইতেছি বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলির আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি বছর সরকারীভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের।

মো: সাইফুল ইসলাম খান,
গ্রাম-বাজরা (মিয়া বাড়ী),
উপজেলা-কুলিয়ার চর,
জেলা-কিশোরগঞ্জ।